সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

# মহাভারত

## ভীষ্মপর্ব্ব ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

### কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসজ্জা ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন ।
উলুকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর ।
কিবা কর্ম্ম করিলেক রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন মহাশয় ।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয় ॥
কৃষ্ণেরে কহেন হৈল সমর সময় ।
বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন ।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির ।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর ॥
পাঁচকোটি রথ সাজে ত্রিশ কোটি হাতী ।
ষষ্ঠি কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে ।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে ॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন ।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন ॥
শ্রীহরি করিয়া অগ্রে পাণ্ডুর তনয় ।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন করি জয় জয় ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ ।
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয় ।
যুদ্ধ করিবারে যান সমরে দুর্জ্জয় ॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন ।
সহদেব নকুল সাজিল সেইক্ষণ ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি ।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয় ।
শ্বেতশঙ্খ ও উত্তর বিরাট-তনয় ॥
শূরসেন নৃপ আর কেশী মহাবল ।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে বিশাল ।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল ॥
জয় জয় শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল ।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল ॥
দাঁড়াইল পূর্ব্বমুখে সব সেনাগণ ।
যুধিষ্ঠির মহারাজা হরষিত মন ॥
দুঃশাসনে ডাকিয়া বলিল দুর্য্যোধন ।
যুদ্ধ করিবারে, কর বাহিনী সাজন ॥
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব না সহে ।
মারিব পাণ্ডবগণ আনন্দেতে কহে ॥

দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্র অধিপতি ॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমণ্ডল ॥
শ্বেতছত্রে পতাকা শোভিত সারি সারি।
সাজিলেন শত ভাই কুরু-অধিকারী ॥
ছত্র ধরে চলে ষাটি-সহস্র ভূপতি।
একৈক রাজার সঙ্গে সহস্রেক হাতী ॥
একৈক ধানুকী সাথে দশ দশ ঢালী।
চরণে নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
গজ বাজী রথধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে ত্রিনপুর ॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহা পরাক্রম।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষেতে যম ॥
মহা আনন্দিত-মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্ব্বজন করিল সাজন ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী ॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর ॥
গর্দ্দভ প্রসবে গাভী, কুকুরে শৃগাল।
ময়ুর প্রসবে কাক, ইঁদুরে বিড়াল ॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘনে ঘন।
অমঙ্গল কত হয় না যায় বর্ণন ॥
দেখি যে ত্রিপদ পশু, নাহি চারি পাদ।
দিবসেতে পেচকেরা করে ঘোরনাদ ॥
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর
মহাঘোর রণশব্দ গগন উপর ॥
এক বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন ॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল ॥
শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হ'য়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি ॥
কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া তখন।
আইলেন তথা সত্যবতীর নন্দন ॥
দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয় ॥
যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায় ॥
ব্যাসদেব বলেন শুনহ মহাশয়।
কুরুকুল হবে ক্ষয় জানিহ নিশ্চয় ॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা হয় তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
পৃথিবীতে যত ক্ষত্র একত্রে হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মজিল ॥
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয় ॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
দিব্যচক্ষু দিয়া যাই দেখহ নয়নে ॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে ॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন ॥
দিব্যচক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
রাত্রিদিন তোমারে কহিবে বিবরণ ॥
ইহাতে শুনিবে যত যুদ্ধ-বিবরণ।
গৃহে বসি সব বার্ত্তা পাইবা রাজন ॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
হইতেছে দিবসেতে নক্ষত্র উদয় ॥
উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগনে বেষ্টিত।
বিনা মেঘে বরিষয়ে সঘনে শোণিত ॥
অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সমস্ত আকাশ।
হইতেছে ধুমকেতু দিবসে প্রকাশ ॥

পর্ব্বত-শিখর খসে সাগর উথলে ।
মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে ॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন ।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ ॥
এ সকল বাক্য মুনি অন্ধেরে কহিয়া ।
চলিলেন স্বস্থানে সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া ॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন ।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী ।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি ॥
পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন ।
সেনাপতিরূপে ভীষ্মে করিল বরণ ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন ।
জিনিব পাণ্ডবগণে আনন্দিত মন ॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে ।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে ॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার ।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥
একা সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে ।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে ॥
যে ভেরী বহে, অস্ত্র যোগায় যে জন ।
তাহারে না মারি, দূতে না করি নিধন ॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে, পদাতি পদাতি ।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধনীতি ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ, না মারিব হীনে ।
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে ॥
এই নিরূপণ করি, করে শঙ্খধ্বনি ।
নানা বাদ্য বাজে, কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥
[illegible]-কোলাহলে সবে হরষিত মন ।
শব্দ-কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে ।
হয় তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চমী যে তিথি ।
[illegible] নামে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি ॥
কৌরবের সেনা সব বিষ্ণুপরায়ণ ।
পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥

পশ্চিমমুখেতে রাজা কৌরবপ্রধান ।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান ॥
সর্ব্ব সৈন্য অগ্রে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন ।
দিব্যরথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির বিস্ময় হইল ।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥
লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকে ধর্ম্মরাজ ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥
যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পান পরাজয় ।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে ।
কোন্ বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান ।
সংসারের ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান ॥
হেন জন হইলেন আমার সারথী ।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ ।
সর্ব্বত্রে বিজয়কর্ত্তা সেই নারায়ণ ॥
হেন জন সাহায়েতে ভয় কি কারণ ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া ।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিসর্জ্জিয়া ॥
পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য মাঝ ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি-সমাজ ॥
দেখি ভীমার্জ্জুনের হইল মহারোষ ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে মনে অসন্তোষ ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর ।
কোন্ বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিতে হারিয়া রাজ্যধন ।
বনবাস-দুঃখ ভুগিলাম সর্ব্বজন ॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল ।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্ত জন্মিল ॥
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর ।
সত্ত্বগুণী ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর ॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান ।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ ॥
তুষ্ট হ'য়ে তিনজন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে ॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হ'য়ে তিনবার দিল এই বর ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হৈল মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিব সংসারে ॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয়ী হইব আপনি ॥
এই মাত্র ভরসা হইল মম চিত্তে।
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে ॥
পূর্ব্বকথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার ॥
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস আমা দিল ॥
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চগ্রাম না দিল করিল যুদ্ধ-পণ ॥
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে ॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাঁহার নামেতে সদা ডরে ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিনপুর।
সশস্ত্র থাকিলে তাঁরে ডরে দেবাসুর ॥
কৌরব পাণ্ডব সম তোমা সবাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার ॥
কোন্ বীর যুঝিবেক তোমাদের সনে।
মম ভাগ্যে রাজ্য নাহি জানিলাম মনে ॥
কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল ॥
যুধিষ্ঠির বচনে হইয়া তুষ্ট মনে।
ধন্যবাদ করিয়া কহিল তিন জনে ॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার ॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
'যথা কৃষ্ণ তথা জয়' নাহিক সংশয় ॥
ধর্ম্মবলে রাজ্যভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি ॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত ॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার ॥
ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোনকালে নাহি তার ভয় ॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ ল'য়ে।
ধর্ম্ম অগ্রে কহিলেন কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে ॥
যেন আমা পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুকে রাখ দয়া করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ ॥
যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাথ।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ ॥
রথ হৈতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল ॥
কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে নিয়া গেল নিজ সৈন্যমাঝ ॥
লক্ষ সেনা ল'য়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে ॥
শুনি ভীষ্ম রাজারে কহেন বিবরণ।
আমা বন্দিবারে এল ধর্ম্মের নন্দন ॥
ধর্ম্মডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্য মধ্যে দিল।
প্রাণেতে কাতর হ'য়ে শরণ লইল ॥
মম পরাক্রম তুমি জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে ॥

আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী-তনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল ॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে ॥
বলিলেন ভীষ্ম আমি যদি দিই মন।
একদিনে সর্ব্ব সৈন্যে করি নিপাতন ॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দলে করে সমাধান ॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর ॥
দ্রোণপুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেয় মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন ॥
যদ্যপি করেন মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ, করে সকল সংহার ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনর্ব্বার পিতামহে কহিতে লাগিল ॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবে তাহার পরাজয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

---

ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্ম কহিলেন শুন কুরু নরবর।
দশদিন ভার মম রহিল সমর ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব।
প্রতি দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন হরষিত মন।
করিলেন সৈন্য মধ্যে রথ আরোহণ ॥
দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় নাদ ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি ॥
বাজাইল দেবদত্ত শঙ্খ ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাশয় ॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয়।
সহদেব মণিপুষ্প নিনাদ করয় ॥
বাজায় সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ড ভণ্ড ॥
দুই-দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক যুড়ি শব্দ উঠিল অতুল ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহাশয় ॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কারে কারে যুদ্ধ হবে কেবা কার সম ॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি ॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল ॥
বন্ধু সবে দেখিয়া বিষণ্ণ হৈল মন।
অবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বদন ॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কম্পে ঘন ঘন।
হস্ত হ'তে খসিয়া পড়িল শরাসন ॥
সকরুণ কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয় ॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সবে মারি রণে নাহি কোন ফল ॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ।
গুরু বন্ধু মারিলে দেখিব কার মুখ ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব ॥
এত বলি অর্জ্জুন ত্যজিল ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর ॥

কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥
অহঙ্কার করিয়া আইলে যুদ্ধস্থান।
সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞাতিবধে পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সবারে সংহারি আমি, সব আমি করি॥
কর্ম্ম অনুসারে লোক করে যাতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকল সমান॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীর বিনাশ হয়, নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদী মধ্যে সুরধুনী কহিলাম তথ্য।
ঋষি মধ্যে আমি যে নারদ মহাশয়।
মুনি মধ্যে কপিল আমার মূর্ত্তি হয়॥
গজ মধ্যে ঐরাবত, অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নর মধ্যে নরপতি আমারে জানিবা॥
দেবমধ্যে দেবরাজ, রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, দানবেতে বলী॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমাকে জানিবা।
গ্রহমধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা॥
তেজঃ মধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি॥
বর্ণ মধ্যে দ্বিজ, পর্ব্বতেতে হিমালয়।
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয়॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
নিজ নিজ কর্ম্মফলে সবে হয় ক্ষয়॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে যোগকথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল॥

নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
না হইল প্রবোধ তথাপি তার মনে॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয়॥
সব্যসাচী হও হে, নিমিত্ত মাত্র তুমি।
সর্ব্ব সৈন্য দেখ, বধ করিয়াছি আমি॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘ বর্ষ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর, তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর পৃষ্ঠে বসুময়॥
দশদিক জঙ্ঘা তাঁর, পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি, রোম তরুগণ॥
মাংসরূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাট রূপ মানেন বিস্ময়॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জা ভয়ে বিস্ময় হইল অতিশয়॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত সব কহ বিবরিয়া॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা।
আমি মূঢ় নরজাতি কি জানি মহিমা॥
কহেন গোবিন্দ তাঁরে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখারূপ দেখি।
নিলেক ধনুক করে পরম কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া বসেন সেইক্ষণ॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে।

এমত অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমাকে এ ক্ষত্রধর্ম্ম নহে॥
পাণ্ডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত।
অবশ্য পাণ্ডবে তোমা করিবে পূজিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন।
দুর্য্যোধন কার্য্য আমি করি প্রাণপণ॥
গোবিন্দ, যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

বলেন বৈশাম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সৈন্য-কোলাহল যেন সমুদ্রে প্রলয়॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
অগ্র হইলেন যত রথী নৃপমণি॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিত আজি তুমি কর রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
অর্জ্জুন সম্মুখে এল করিবারে রণ॥
পিতামহে প্রণাম করিল ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হ'ক জয়॥
রণসজ্জা বিভূষিত দেখি ভীষ্মবীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে॥
কোন্ হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয়॥
দুর্য্যোধন সাহায্য করিতে তব মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ কহিলা প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশ ঈশ্বর যাঁর সারথি হইল॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর॥

গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয়॥
পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান।
সে অস্ত্রও কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে পরাক্রম॥
সাত্যকি সহিত কৃতবর্ম্মা করে রণ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ॥
শশীবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয়॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রম॥
সহদেব দুর্ম্মুখে হইল বড় রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
দুঃশাসন নকুলে হইল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন॥
মদ্ররাজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতি স্থির॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান॥
শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান খান॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে।
থাক থাক বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥
অস্ত্র দ্বারা নিবারিল মদ্র অধিকারী।
দোঁহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণবীর।
কাটিয়া ধনুক তাঁর ভেদিল শরীর॥
আর ধনু ল'য়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে॥

একক্কালে ধৃষ্টকেতু নয় বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীরে ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল।
অমরে দানবে যুদ্ধ নহে সমতুল ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল ॥
নয় বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে।
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে ॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর ॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে ॥
সিন্ধুরাজ সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতানীক সহ যুঝে বিরাট সন্ততি ॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেব-সুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত ॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ এই ধর্ম্মনীতি ॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী।
যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী ॥
পরিঘ পট্টিশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুদ্গর মুষল শেল বর্ষে নিরন্তর ॥
মণিমন্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায় ॥
কনক রচিত নাগ আকাশ ভরিল।
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আচ্ছাদিল ॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পবান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
কর্দ্দম হইল রক্তে, নদীস্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময় ॥
পরে অভিমন্যুবীর অর্জ্জুন-নন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরব-সৈন্যেতে ॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু-সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি ॥
চোখা শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণেতে পাণ্ডব সৈন্য করিল অস্থির ॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর ॥
শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে।
তিন বাণে কৃপের কাটিল শরাসনে ॥
নয় বাণ বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে।
এক বাণে বিন্ধিলেক কৃতবর্ম্মা বীরে ॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণশর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর ॥
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর।
ধনঞ্জয় সদৃশ সমরে বড় ধীর ॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্মবীর হাতে ধনুঃশরে ॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজা ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্য মধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল ॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুন তনয় ॥
তবে মহারথী সব লয় অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন ॥
করিলেন ভীষ্মোপরি বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন ॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জ্জর করিল ॥
ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র হইল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল ॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ ॥
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল ॥

অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন ।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥
তিনলোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর ।
দশদিক অন্ধকার কাঁপে চরাচর ॥
দেখিয়া হইল ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন ॥
নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয় ।
হে সব সৈন্য আজি মজিল নিশ্চয় ॥
শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিল সন্ধান ।
অর্দ্ধপথে কাটিলেন করি খান খান ॥
আকাশেত প্রশংসা করিল দেবগণ ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান ।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনু-নন্দন ॥
দুইজন সুশিক্ষিত মহাপরাক্রম ।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন ॥
হাহাকার ছিদ্র দোঁহে খুঁজিয়া বেড়ায় ।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয় ॥
সেকালে ভীম মহা বিক্রম করিল ।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল ॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন ।
করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর ।
দোঁহে হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥
রথ ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি ।
দেখিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি ॥
হেন অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার ।
রথী দশ সহস্রেক করিল সংহার ॥
মারি দর্প করি জয় শব্দ দিল ।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

---

## দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয় ।
বেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায় ॥
ভীম পরাক্রম সব বাখানে বিস্তর ।
দশ সহস্র মহারথী দিল যমঘর ॥
না হয় নিমিষ পূর্ণ অবসর পায় ।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হরি করি নিবেদন ।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥
শ্রীহরি কহেন রাজা চিন্তা নাহি মনে ।
কালি সেনাপতি কর বিরাট-নন্দনে ॥
অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার ।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল তাঁরে ।
লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে ॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে ।
কৌরবের সেনাগণ মারিবে অচিরে ॥
শুনিয়া বিরাট বড় সানন্দ হইল ।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে স্তব করিতে লাগিল ॥
মম পূর্ব্বজন্মভাগ্য না যায় কথন ।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন ॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে ।
আনন্দিত হইল পাণ্ডব নরেশ্বরে ॥
করযোড়ে বলিলেন শঙ্খ ধনুর্দ্ধর ।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
অনুগ্রহ করি মোরে কৈলে সেনাপতি ।
ভীষ্ম সহ যুঝি হেন নাহিক সারথি ॥
সারথি অভাবে রণ নহেত শোভন ।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ ॥
তবে হরি সাত্যকিরে বলেন সত্বর ।
আপনি সারথি হও শুন বারবর ॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার ।
প্রভাতে সমরে সবে করে আগুসার ॥
দুই দলে বাদ্য বাজে মহাকোলাহল ।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারণ ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন ॥

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন॥
সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি॥
অগ্র হ'য়ে শঙ্খ বীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান করিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধ পথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্মবীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥
বাণাঘাতে বিরাটনন্দন মূর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাত করিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেতে হইল ঘোর রণ।
চমকিত হইয়া নিরখে সর্ব্বজন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র কৌরব-সৈন্য করিল সংহার॥
রথ গজ পদাতি পড়িল সারি সারি।
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য নিয়া।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়া॥
বরিষণ করে বাণ অর্জ্জুন উপর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
এককালে সহস্র সহস্র বীরগণ।
মুষল মুদ্গর যেন বর্ষে জনে জন॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়ল কার্ম্মুকে।
নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেন সুখে॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবারে করিলেন ঘাতন॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য, রণে নহে স্থির।
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্মবীর॥

অর্জ্জুন সম্মুখে এল ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে আমার মারিলে বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে দেখি বীরপণা॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥
ছাড়িলেন দিব্য অস্ত্র গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর করে বারি বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারিয়া করিলেন খণ্ড খণ্ড॥
হেনমতে যুঝে রণ নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস॥
ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ।
কুরুসৈন্য মারিয়া করিল এক চাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল প্রতাপী দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে অস্ত্র মারে প্রাণপণ॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর মহাবীর।
একেবারে মারি ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট-তনয়॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র-অধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার মারিল সারথি॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে দিল যমঘর॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাট-নন্দন।
হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি।
শল্যরাজ সম্মুখে আইল শীঘ্রগতি॥
মুখামুখী দুইজনে সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্রে মিলিল॥
দোঁহাকারে বিন্ধে দোঁহে করি প্রাণপণ।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥

ঘটোৎকচ অলম্বুষ যুদ্ধে নাহি ডর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর ॥
দ্রুপদ পাঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয় ॥
তিলেক শঙ্খবীর সবার সাক্ষাৎ।
কৌরবের বহু সেনা করিল নিপাত ॥
উঠিল কৌরব-সৈন্যে মহা কোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল ॥
শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাট-নন্দন ॥
নিঃসহায় পেয়ে সৈন্য মারিলে অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক ॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ ॥
মহাবেগে আসে শর গগন উপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর ॥
তাহা দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
সে বাণে নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
কাটিলেক দ্রোণধ্বজ মারি পঞ্চশর ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান ॥
পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
নাহি দিতে, শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল ॥
তার সারথি কাটে আর চারি হয়।
অন্য রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয় ॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ ॥
লাজ পেয়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জ্জন বচন ॥
শিশু হ'য়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
বাণে তোমারে দেখাব যমদ্বার ॥

এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি ॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পুরিয়া গুরু সন্ধান করিল ॥
যোদ্ধাগণ দেখি তাহা করে হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাট-কুমার ॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন নিকটে যাহ এই হয় যুক্তি ॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর ॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইব নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হব না হবে খণ্ডন ॥
মহাতেজে আসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পায় ভয় ॥
রথ ল'য়ে চল যাই অর্জ্জুন সাক্ষাতে।
তবে যে পাইবে রক্ষা এ মহা উৎপাতে ॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট-তনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয় ॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি, করি পলায়ন ॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হ'য়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল ॥
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
ব্রহ্ম-অস্ত্র বালকের প্রতি নিক্ষেপণ ॥
যেমন প্রলয়কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজঃ গর্জ্জিয়া আইসে ॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমেতে পড়িল ॥
বুক পাতি রহে বীর হস্তে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজে ভস্ম হৈল কলেবর ॥
শঙ্খ বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আসিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্দ্ধর ॥

অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজে যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনু-নন্দন।
দশ সহস্রেক রথী করিল নিধন॥
জয়শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডবদলে যত যোদ্ধাবীর।
সবে চলিলেন তবে আপন শিবির।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

------

তৃতীয় দীনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গিয়া ধর্ম্মপুত্র মহারাজ।
স্নান দান করিয়া বৈসেন সভামাঝ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট-রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব, শোক কি কারণে॥
শোক ত্যজ মহারাজ, স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥
বিরাট বলিল মম পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল॥
সম্মুখ সংগ্রামে তুষি যত বীরগণ।
সুরলোকে গেল চালি, শোক অকারণ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যোড় করি হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥
দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ সনে।
রথী দশ সহস্র মারিল ঘোর রণে॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না করিবা ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে ছিলাম আমরা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আইল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥
হইলাম ব্যস্ত সবে, না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদ-সুতা স্মরে যদুরায়॥
ব্যস্ত হ'য়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে।
কাম্যবনে আইলেন পাণ্ডবে রাখিতে॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব' জনার্দ্দন॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
তার পর আইল দুর্ব্বাসা তপোধন॥
আমা সবা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল॥
শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলী।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থলী মধ্যে নিরীক্ষিয়া।
কণা মাত্র অন্ন শাক, আসিল লইয়া॥
পদ্মহস্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদ্গার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥
সন্ধ্যা হেতু গিয়াছিল মহা তপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদ্গারে তখন॥
ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥
সেই কৃষ্ণ এখনও আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥
অর্জ্জুন বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণ লৈয়া॥
পরদিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতি টলমল॥
করিল গরুড় ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর।
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চঞ্চু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥

পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত ।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর সমুদিত ॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয় ।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দাক্ষিণেতে রয় ॥
পক্ষদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর ।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুরুবর ॥
প্রতি ব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি ।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি ॥
দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর ।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর ॥
নীল নামে মহারাজ ধৃষ্টকেতু সনে ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি রহিল অনুক্ষণে ॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমন্বিত ॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয় ।
গোবিন্দ সারথি যার সমর দুর্জ্জয় ॥
পরস্পর দুই দলে হৈল হানাহানি ।
সেই কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি ॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর ।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর ॥
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল ।
অর্দ্ধচন্দ্র নারাচ ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল ॥
নানা বাণ বরিষয়ে সমরে দুর্জ্জয় ।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখে লাগে ভয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমন সুপর্ণ ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল ।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল ॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয় ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥
শর বর্ষে গগনে হইল অন্ধকার ।
সার মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার ॥
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করেন ধনঞ্জয় ।
হস্তীব্যূহ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয় ॥
গাণ্ডীব কার্ম্মুক হস্তে গোবিন্দ সারথি ।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি ॥

সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মারে ।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে ॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল ।
অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া মারয়ে কুরুদল ॥
গগনেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর ।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি অর্জ্জুন উপর ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারয়ে বাণ ।
আকাশে অমরগণ করেন বাখান ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান ।
সবাকারে মারেন শাণিত নিজ বাণ ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিনলোকে ।
কাহার' না হয় শক্তি আসিতে সম্মুখে ॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন ।
মারিলেন কত সৈন্য কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ।
সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড ।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥
রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয় ।
অনেক কৌরব-সৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
তবেত সৌবল রাজা কুপিত হইল ।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল ॥
মারিলে অনেক সৈন্য সমর ভিতর ।
পড়িলে আমার হাতে যাবে যমঘর ॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান ॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে ।
অভিমন্যু-রথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল ।
যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহু দল ॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি ।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে না হয় বিরতি ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন ।
ভীমসেন সহ বীর আরম্ভিল রণ ॥
হাসে বৃকোদর হস্তে ধরি ধনু শর ।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর ॥

দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে ।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল ।
দুর্য্যোধন বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান ।
রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ।
সৈন্যেরে বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস ।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন ।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী ।
তাঁর প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি ॥
তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানে ।
দ্রোণ বীর মহাবীর জগতে বাখানে ॥
তোমা দোঁহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে সবে দেখ রঙ্গ ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মহামতি ।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা প্রতি ॥
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ ।
না শুনিলা কার বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ ।
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব ।
প্রাণপণে যুদ্ধ করি নিবারি পাণ্ডব ।
রাজা হ'য়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে ।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে ।
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে ।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল ।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ আইল ।
যুধিষ্ঠির বাহিনী করিল ঘোর রণ ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম ॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল ।
বাণ বৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল ।
সবাকার অস্ত্র কাটে গঙ্গার নন্দন ।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর ।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ॥
বনে সিংহ দেখি যেন গজেন্দ্র পলায় ।
পাণ্ডবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায় ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ধনঞ্জয় ।
ভীষ্মের সম্মুখে আইলেন সে দুর্জ্জয় ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর ।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন অর্জ্জুন উপর ॥
অশ্ব রথ না দেখে সারথি ধনঞ্জয় ।
দশদিক যুড়িয়া করিল অস্ত্রময় ॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে ।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে ॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি ।
পিতামহ অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি ॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান ॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয় ।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয় ॥
ভীষ্ম তবে প্রশংসিলা সাধু সাধু বলি ।
শরবৃষ্টি করিলেন অন্য ধনু ধরি ॥
প্রাণপণে যুঝেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর ॥
চোখ চোখ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয় ॥
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয় ॥
বাসুদেবে বিন্ধে বার চোখ চোখ বাণ ।
হইলেন তাহাতে কাতর ভগবান ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস ।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস ॥
হইলেন সমরেতে অর্জ্জুন কাতর ।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর ॥
কৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্যে হইয়া সম্বিত ।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে ঘূর্ণিত ॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর ।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥

বাণে বাণে নিবারিয়া করে শরজাল ।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল ॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে ।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে সব যোদ্ধাগণে ॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার ।
ইন্দ্র অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার ॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া ।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া ॥
সারথির মুণ্ড করিলেক খণ্ড খণ্ড ।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ড ভণ্ড ॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর ।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর ॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ ।
দশদিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ।
কাটিলেন সর্ব্ব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার ॥
ভারত সমুদ্র তুল্য কতেক লিখিব ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব ॥
হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হৈল ।
বেলা অবসানে পার্থে ঘর্ম্ম উপজিল ॥
মুছিবারে অবকাশ না পান অর্জ্জুন ।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ ॥
অস্ত্র সহ গুণ বীর টানিবার কালে ।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে ॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার ।
রথী দশ সহস্রকে দিল যমঘর ॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল ।
শুনি যোদ্ধাগণ সব নিবৃত্ত হইল ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কার' নাহি অবসর ।
কেন শঙ্খ বাজাইল কহ দামোদর ॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলে যখন ॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্মিত হইল ।
নিজ দলবলে সবে শিবিরে চলিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

---

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ।

শিবেরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর ।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর ॥
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল ॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল ।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
রথিকে ধাইল রথি, গজ ধায় গজে ।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥
যে যাহার অস্ত্র ল'য়ে করে মহারণ ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি ।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি ॥
দুই বীর দেখা দেখি সংগ্রাম হইল ।
দোঁহে দোঁকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর কেহ নহে ঊন ॥
অযুত রথীর সহ সুশর্ম্মা নৃপতি ।
পাণ্ডবের দলেতে প্রবেশে শীঘ্রগতি ॥
শত শত রথিগণে করিল সংহার ।
শত শত মারে হস্তী অশ্ব কত আর ॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে ।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা ল'য়ে করে ॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল ।
একেবারে দশ বাণ ভীমে প্রহারিল ॥
দশ সহস্রেক রথী মহাধনুর্দ্ধর ।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর ॥
একেবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে ।
মহাক্রোধ উপজিয়া, ধায় সেইক্ষণে ॥
দুই শত রথী মারে এক গদা ঘায় ।
আর দুই শত রথী মারিলেক পায় ॥
রথ সহ ধরিয়া অনেক রথিগণ ।
ফেলিল আকাশমার্গে পবন-নন্দন ॥

রথে রথে প্রহারিয়া মারে বহুজনে ।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে ॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি ।
রথী দশ সহস্রেকে মারিল খেদাড়ি ॥
তবেত সুশর্ম্মা বীর নানা অস্ত্র মারে ।
গদা ফিরিইয়া বাণ সকলে সংহারে ॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি ।
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি ॥
নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর ।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সমরে তৎপর ।
মারিলেক ভীম'পরে দশ গোটা শর ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান ॥
পুনঃ দুর্য্যোধনে মারে দশ গোটা বাণ ॥
বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড ।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
আর ধনু ধরে বীর চক্ষুর নিমিষে ।
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ নির্ভয়ে বরিষে ॥
ধনু অস্ত্র কাটিল রথের চারি হয় ।
এক বাণে সারথিরে নিল যমালয় ॥
আর রথে চ'ড়ে তবে কৌরবপ্রধান ।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান ॥
বাণে বাণে নিবারয়ে পবন-নন্দন ।
দুর্য্যোধন রাজার কটেন শরাসন ॥
ধনু কাটা গেল বীর পায় বড় লাজ ।
পুনঃ আর লয় ধনু কুরু মহারাজ ॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লয় ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবন-তনয় ॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর ।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির ॥
রাজগণে ডাকি বলে, ওহে মহাশয় ।
শীঘ্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয় ॥
ভীম দুর্য্যোধনের বাধিল ঘোর রণ ।
মহাবল পরাক্রম পবন-নন্দন ॥
শুনিয়া ধাইল তবে বহু যোদ্ধাগণ ।
জয়দ্রথ-ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন ॥

কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি ।
ধর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি ॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে ।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে ॥
চারিদিকে আসিয়া বেড়িল বীরগণে ।
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে ॥
মেঘে অচ্ছাদিল যেন দেব দিবাকরে ।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে ॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হৈল ।
সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল ॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ ।
একে একে সর্ব্বজনে করয়ে ঘাতন ॥
কাহার' কাটিল রথ কার' ধনুর্গুণ ।
কাহার' ধনুক কাটে কার' কাটে তূণ ।
কাহার' কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটি ।
বুকে বাণ বাজি কেহ কামড়ায় মাটি ।
কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল ।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল ॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর ।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর ॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল
ভগদত্ত সিংহনাদ তখনি করিল ॥
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর ।
ধনুঃশর নিল হস্তে নির্ভয় শরীর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করিল সন্ধান ।
ভগদত্ত রাজার কাটিল ধনুখান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল
নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল ॥
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে ।
তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে ॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ ।
দেখিয়া হৈল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ ॥

বেগেতে আইসে গজ মহী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে॥
দেখি ভীম মর্ম্মভেদী মারিলেক শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়িলেক নির্ভয় শরীর॥
পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ॥
করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
সৃজিলেক ঐরাবতে সংগ্রাম ভিতর॥
অষ্ট গোটা হস্তী আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি অষ্ট নিশাচর॥
বজ্রহস্তে যেমন শোভিছে দেবরাজ।
লইয়া আসিল সঙ্গে দেবের সমাজ॥
ঘোর ঘোর শব্দে সবে করিল গর্জ্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল সব কুরুগণ॥
এককালে গজগণে টোয়াইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল॥
মহাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির॥
কুরুসৈন্য আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সবে চরণে মর্দ্দিল॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ গজ সহ করিল সমর॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
নিনাত চাৎকার শব্দ কর্ণে নাহি শুনি॥
ঐরাবত পরাক্রম সম গজবর।
দর্শনেতে ভগদত্ত কম্পিত অন্তর॥
ভগদত্ত গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল॥
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন॥
সৈন্য বিনাশিতে দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়॥
দারুণ রাক্ষসী মায়া করেন প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ॥
হেনমতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার।
প্রাণপণে দুইজনে হয় মহামার॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে মহারণ।
কার শক্তি কেমনেতে করিবে বর্ণন॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর॥
সাত বাণ সন্ধান করিয়া কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্মবর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থ উপরে করিল॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনুমানে কুড়ি বাণ করিলা সন্ধান॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর॥
পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর।
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথী গজ অগণনা॥
পরে ভীষ্ম রথ সারি হ'য়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরাকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ, তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপাদ পাছে করে মহামতি॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ॥

হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনি।
ভীষ্মরথ সারথি চারি অশ্ব গণি॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলে চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনুমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি তাহার উপর॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল যখন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি নন্দন কুন্তীর।
রথি দশ সহস্র মারিল ভীষ্মবীর॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥
পাণ্ডব নিবৃত্তি রণে, সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আইলেন, আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বুঝায় ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্ব কথা কেন রাজা না কর অন্তরে॥
শৈশবে একত্র বাস করিতে যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন॥
এ কারণে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া॥
দুষ্ট মন্ত্রী সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন॥
দৈবযোগে ব্রাহ্মণ ভোজন সেই দিনে।
ব্যাধপত্নী এল এক অন্নের কারণে॥
তার সঙ্গে পঞ্চপুত্র দেখি তব মাতা।
জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা॥
কিবা নাম ধরে তব পুত্র পঞ্চজন।
কি নাম তোমার হেথা গতি কি কারণ॥
ব্যাধপত্নী বলে দেবি নিবেদন করি।
পাণ্ডুব্যাধপত্নী আমি কুন্তী নাম ধরি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়।
চতুর্থ নকুল আর অর্জ্জুন তৃতীয়॥
সহদেব পঞ্চমের নাম যে কেবল।
আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল॥
নিত্য নিত্য মৃগয়া করেন মোর স্বামী।
উদরার্থে মাংস বিক্রী করিতাম আমি।
স্বামী গেল জাল নিয়া মৃগয়া কারণ।
না পাইয়া মৃগ বহু করি অন্বেষণ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে দুঃখমনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ি চারিভিত॥
একদিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে।
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে॥
আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুল হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে॥
চারিদিক নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতরা হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদব-নন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ তারণ॥
তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতরা হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া॥
শুনি নারায়ণ হ'য়ে সদয়-হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ জল বরিষয়॥
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে॥
ব্যাধ শিরে তখনি হইল বজ্রাঘাত।
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ॥
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু।
অন্ন হেতু দেবি তব সদনে আইনু॥

শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী।
নং উপজিয়া তারে দিল অন্ন আনি ॥
উদর পূরিয়া অন্ন খায় ছয় জন।
সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা, তোমা সবা পোড়াবারে।
রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ॥
প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে।
সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলা রাজা রোষে ॥
সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন।
বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন ॥
স্তম্ভের নীচেতে পথ সুড়ঙ্গ ভিতর।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর ॥
সেই পথে ছয়জন হইল বাহির।
গদা ছাড়ি আসিলেন ভীম মহাবীর ॥
ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে ॥
তবে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন।
আমার সমান দিব একশত জন ॥
শুনে নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে।
গদা ল'য়ে বাহির হইল ভীমসেনে ॥
দ্বারকায় ছিলা প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল হৃদয় ॥
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মক দুহিতা।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা বলিবার নয়।
এ কথা প্রেয়সী, নাহি জিজ্ঞাস আমায় ॥
সেই মহা অগ্নি তাপ নিজ অঙ্গে নিয়া।
তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়া ॥
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয় ॥
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে।
জনা বঞ্চিল সবে আনন্দ অন্তরে ॥
ভীষ্মপর্ব্ব কথা ব্যাসদেব বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

---

*পঞ্চম দিনের যুদ্ধ।*

আর দিন প্রভাতেতে মিলি দুই দলে।
সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুকুলে ॥
রচেন শৃঙ্গট নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গ রচিল সাত্যকি ভীমবীর ॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন রহেন মধ্যদেশ ॥
তার পাছে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র সনে।
অভিমন্যু বিরাট রহিল অনুক্রমে ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর তাহাদের কাছে ॥
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥
নানা অস্ত্র লইয়া আস্ফালে সব যোধ।
পরস্পর দুইদলে লাগিল বিরোধ ॥
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগনমণ্ডলে ॥
দেখিবার কার্য্য থাক কর্ণে নাহি শুনি।
পরস্পর নাহি জ্ঞান বাণে হানাহানি ॥
অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর।
দেখিয়া করিল ক্রোধ ভীষ্ম বীরবর ॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হস্তেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিলা গুণ ॥
যতেক পাণ্ডবদল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড ॥
কার' কাটে অশ্ববর কার' কাটে গজ।
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে ধ্বজ ॥
কাহার' মুকুট কাটে কার' কাটে দণ্ড।
কাহার' ধনুক কাটে, কার' কাটে মুণ্ড ॥
হস্ত পদ কাটে কার' কাটে কার' স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ।
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মেরে মারিতে যায় সক্রোধ অন্তর ॥
গদা হাতে ভীমসেন ধাইলেক বেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে ॥

ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি দিল যমালয়॥
ধনুক্ ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারিল শর।
একঘায়ে রথ অশ্ব দিল যমঘর॥
লম্ফ দিয়া ভীষ্মবীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥
অন্তরীক্ষে অর্জ্জুন কাটেন সর্ব্ব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হৈল ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখাদেখি দুইজনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হ'য়ে দেখে যত দেবগণ॥
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায় তারে মারে না করে বিচার॥
ইন্দ্র যেন বজ্র হস্তে ভাঙ্গে গিরিবর।
গদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর॥
মাদ্রীপুত্র দুইজনে ভাঙ্গে পাটোয়ার।
সহস্র সহস্র রথ মারে আসোয়ার॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
দুইদলে কোলাহল কিছুই না শুনি॥
হেনকালে রণে আসে ইলাবন্ত নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম ভিতর॥
তীর্থযাত্রা করেন যে কালে পার্থবীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর॥
অনূঢ়া নাগের কন্যা উলূপী আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল॥
অর্জ্জুনেরে তথায় লইল ছল করি।
প্রদান করিল তারে উলূপী সুন্দরী॥
তার গর্ভজাত বীর ইলাবন্ত নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম॥

ঐরাবত পাঠাইয়া দেব পুরন্দর।
ইলাবন্ত আনিলেন আপন গোচর॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হৈল॥
সমরে আসিয়া ইলাবন্ত করে রণ।
সুবলের পুত্রগণ আইল তখন॥
পশিয়া তোমর শেল মূষল মুদ্গর।
ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণ বৃষ্টি করে।
একে একে মারিয়া পাঠায় যমঘরে॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে।
জর্জ্জর সকল বীর ইলাবন্ত-শরে॥
অনেক মরিল তবে কুরুসৈন্যগণ।
সসৈন্য সাজিয়া এল দেখি দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ।
ইলাবন্ত বীরেরে মারহ সবিশেষ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর।
ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতিকার॥
সাবধান হ'য়ে তারে করহ নিধন।
তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোন জন।
অলম্বুষ ইলাবন্তে হয় মহারণ।
অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুইজন॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নহে ঊন॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস॥
দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির॥
চোখ চোখ বাণে পুনঃ পূরিয়া সন্ধান।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর॥
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেক রাক্ষস-হৃদয়॥

ণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল।
রথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল ॥
র সৈন্য সংহারিল ইলাবন্ত বীর।
রবের সেনাগণ সমরে অস্থির ॥
ন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
াবন্ত সহ গেল করিবারে রণ ॥
বেগে হৈল আগে রাজা দুর্য্যোধন।
াবন্ত তাঁহার কাটিল শরাসন ॥
ধ্বজ কাটিলেক রথের চারি হয়।
রথির মাথা কাটি দিল যমালয় ॥
রথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
ন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে ॥
ে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর।
গেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর ॥
জার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
না অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন ॥
খিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর।
টিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর ॥
হার' কাটিল ধনু, কার' কাটে গুণ।
হার' সারথি কাটে, কার' কাটে তূণ ॥
া অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
াঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥
াঘাতে কত বীর গেল যমলোক।
খ দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক ॥
রবের সৈন্যগণ করে হাহাকার।
ণ্ডবের সৈন্যমধ্যে আনন্দ অপার ॥
হনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল।
ারবের সৈন্যেতে রোদন কোলাহল।
াণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
াবন্ত শরে সবে ব্যথিত জীবন ॥
ক্ষণে অলম্বুষ চেতনা পাইয়া।
্য রথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া ॥
ামুখী দুইজনে পুনঃ যুদ্ধ হয়।
হাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর হৃদয় ॥
ব অলম্বুষ করে মায়ার সৃজন।
ন্য লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥

দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া কৈল চূর ॥
মায়া দূরে গেল করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধয়ে করিয়া প্রাণপণ ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ ল'য়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায় ॥
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইলাবন্তে মারে খড়্গ করিয়া সাহস ॥
দোঁহা দোঁহা পুনঃ পুনঃ করয়ে ঘাতন।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন ॥
রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া আসে রণের ভিতর ॥
ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায়।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ॥
তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোপে।
ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে এক লাফে ॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার।
তাহাতেও না হইল রাক্ষস সংহার ॥
লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ ল'য়ে করে।
খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত-শিরে ॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল।
অলম্বুষ রাক্ষস হাসিল খলখল ॥
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়িলেক ইলাবন্ত বীর ॥
ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঘটোৎকচ আসে মহাবল ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
অস্ত্র বরিষণ করে অতি ক্রোধমনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥

গদা ল'য়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ড হস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণ গুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সম্বরে বাণ বীর বৃকোদরে ॥
পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যেন মহাকুতূহলে।
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥
পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রোধ মন।
অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥
অগ্নি বাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর ॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার ॥
মুষল ধারাতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ব্বাপণ ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে ॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর ॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর ॥
নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহার।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার ॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার ॥
শত শত শিখী উড়ে গগন উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্মপর।
নিশা জানি শিখীগণ গেল দিগন্তর ॥
মহা অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্কর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ॥
সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার ॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহা কুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি অষ্ট বাণ নিক্ষেপিল ॥
এমত সে অষ্টবাণ তীক্ষ্ণবেগে এল।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল ॥
সাতবাণ মারিলেন ধ্বজের উপরে।
আশী বাণ মারিলেন প্রভু গদাধরে ॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোঁতে মৃত্তিকাতে ॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হ'য়ে অতিশয়।
পঞ্চবাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের হৃদয় ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি দিলা যমদ্বার ॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর কাটেন অর্জ্জুন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয়ে বীরবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর ॥
বাণ কাটি অর্জ্জুন করেন খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান ॥
এইরূপে দুই জনে বরষিছে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান ॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিলা করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীতমন ॥

লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতে যে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
ভাদ্র মাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥
সর্ব্বসৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর ॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির ॥
দেবগণ দেখিয়া করেন হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার ॥
হুহুঙ্কার ছাড়েন ভীষণ বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান ॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল ॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরে আসিল পরে সব যোদ্ধাগণ ॥
সাধু সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পরাজয় কেহ নহে বিক্রমে দোসর ॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥
দেখিলেন পার্থ বীর কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর ॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্ময় মানিল ॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজনে নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥

—

কর্ণ, দুর্য্যোধন এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,
আনাইল সূর্য্যের নন্দন ॥
বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহিলেন কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন ॥
পাণ্ডবে জিনিবে রণে,হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানয়ে ভীষ্ম মহাশয় ॥
সেনাপতি করি তাঁরে, ভাসি সুখ-সরোবরে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধি তাহে দেয় বাদ,
হীনবল হই দিনে দিনে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি,
সবে মেলি উপেক্ষিল রণ ॥
রণে পড়ে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত, মহাভয় উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভাল যুক্তি দেহ মোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডবে মারিবে ॥
বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু নরবর,
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, তবে সে পাইবে রাজ্য,
হইবে পাণ্ডব পরাজয় ॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ,
না ছাড়েন পাণ্ডবের আশ।

এতেক পাণ্ডব ভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত,
সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস ॥
বসিয়া দেখুন যুদ্ধ, আমি করি কার্য্যসিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই যে মন্ত্রণা কর সার ॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিতবাক্য মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
শুন পিতামহ ভীষ্মবীর ॥
স্বীকার করিলা পূর্ব্বে, শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।
আমার ভাগ্যের বশে, চতুর্দ্দিকে শত্রু হাসে,
আজ্ঞা কর কি করি এখন ॥
সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে ॥
দুর্য্যোধন বাক্যজালে, ভীষ্ম অগ্নি হেন জ্বলে,
চক্ষু পাকলিকা উঠে রোষে।
পূর্ব্বেতে বলিনু তোকে, শুনেছেন সবলোকে,
হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে ॥
আমাকে বলিছ বৃদ্ধ, কর্ণের কি আছে সাধ্য,
বল কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণবীর কি করিল তারে ॥
উত্তর গোগ্রহ রণে, সাজিলেক সৈন্যগণে,
গোধন বেড়িলে গিয়া সবে।
একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়,
কর্ণবীর কি করিল তবে ॥
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসেন যারে।
এ তিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে ॥
ইন্দ্রকে জিনিলা রণে, দহিল খাণ্ডব বনে,
অগ্নিরে তর্পিল একেশ্বর।

নিবাতকবচে জিনে, কালকেয় আদিগণে,
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে ॥
এতেক দুর্ব্বার রণে, তাঁহে সখা রাজগণে,
সমূহ পাঞ্চালগণ সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হলেন তিনি রথে ॥
পূর্ব্বকথা কহি শুন, মহারাজ দুর্য্যোধন,
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরান রঙ্গে,
মহা আনন্দিত ব্রজপুরী ॥
যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ আরম্ভন,
সুরপতি পূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন, সেই সব আয়োজন,
পর্ব্বতে করেন নিবেদন ॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, সর্ব্ব দেবে ল'য়ে সাথ,
হস্তী সহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি, করিয়া মজান সৃষ্টি,
ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন ॥
যত গোপ ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি,
শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল।
তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন,
বাসবের কোপ উপজিল ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, ত্রিভুবন কম্পমান,
বজ্রাঘাত সতত হইল।
সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরনাথে,
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল ॥
সুরপতি যায় স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ,
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ,
রক্ষা করে যেন পুত্রে তাত ॥
কাহার যোগ্যতা তারে, বিনাশ করিতেপারে,
যাহার সহায় নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি, নিমিষে বধিতে পারি,
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
কল্য ঘোর রণ হবে, হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।

ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলি গেল আপন শিবিরে ॥
ব্যাস বিরচিল গাথা, অপূর্ব্ব ভারত-কথা,
শ্রুতমাত্র কলুষ বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

—

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে সাজিয়া দুই দল।
নানা বাদ্য সহ সৈন্য করে কোলাহল ॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়য়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে ॥
মহারথী রথিগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করিয়া ধাইল চতুর্ভিতে ॥
রথীকে ধাইল রথী গজে ধায় গজ।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডি তোমর।
নানা বাণ মারে যেন বর্ষে জলধর ॥
গদা হাতে কর্ণবীর অতি বেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারয়ে সম্মুখে যারে পায় ॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসিচর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ ॥
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে দিল যমঘরে ॥
শত শত হস্তী মারে পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কূল ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একেবারে ত্রিশ বাণ সন্ধান পূরিল ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গ কটি সহদেব করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃ পুনঃ যত বাণ মারিল শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গে ফেলে হানি ॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ ল'য়ে হাতে।
অশ্ব সহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥
অশ্ব সহ সারথি সমরে গেল কাট।
পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাট ॥
শকুনি চলিয়া গেল ত্যজিয়া সমর।
রথে চড়ি সহদেব নিল ধনুঃশর ॥
জয়দ্রথ নকুলে বাজিল ঘোর রণ।
নানা বাণ করিলেন দোঁহে বরিষণ ॥
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কাহার না হইল সমরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোকে দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুইজন বরিষয়ে শর ॥
সহস্র সহস্র সেনা পড়িল সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখি তবে রুষিল অন্তরে ॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে দিল যমঘর ॥
তাহা দেখি রুষিলেন অর্জ্জুন নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুন-তনয় ॥
একেবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল ॥
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান ॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে ॥
পুনঃ পুনঃ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয় ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যমপথে ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ ঊরু ॥

ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে অস্ত্র বরিষণ ।
সর্ব্ব শর নিবারিল অর্জ্জুন-নন্দন ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডী তোমর ।
চক্র শূল শক্তি জাঠি বর্ষে নিরন্তর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যথা জল বর্ষে ধারে ।
সেই মত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
ভীষ্মের উপরে মারিলেন তীক্ষ্ণ শর ॥
শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন ॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি সবে গেল ঘর ।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥
ইহা জানি অর্জ্জুন সমরে দেহ মন ।
বুঝিব কিমতে আজি রাখ সৈন্যগণ ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান ।
অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর ॥
দেখি ভীষ্ম পঞ্চ বাণ মারে অতি রোষে ।
মূর্ত্তিমান হয়ে বাণ শূন্যপথে আসে ॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান ।
অর্দ্ধপথে কাটিয়া করেন খান খান ॥
দেখি মহা কোপান্বিত গঙ্গার নন্দন ।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর ॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ ।
কাটিলেন সারথি রথির শরাসন ॥
আট বাণে মারেন রথের চারি হয় ।
আশী বাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয় ॥
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে ।
হয় গজ রথীরে পাঠান যমঘরে ॥

তবে ভীষ্ম মহাবীর অন্য ধনু লৈয়া ।
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া ॥
শূন্যমার্গ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার ।
শত শত গজ মারে কত আসোয়ার ॥
হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান ।
ধনুখান ভীষ্মের করিল খান খান ॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি ।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী ॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লাজ পায় মনে ।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে ॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয় ।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয় ॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর ।
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর ॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ ।
বড়ই দুরন্ত অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহা-শর ।
নারায়ণ নাম তাঁর খ্যাত চরাচর ॥
সেই শর অভিষেক গাঙ্গেয় করিল ।
মন্ত্রপূত করিয়া ধনুকে বসাইল ॥
বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার ।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার ॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর ।
সবারে সংহার করি লহ যমঘর ॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সঘনে ছাড়িল ॥
বাণ হৈতে বিষ্ণুতেজ হইল প্রকাশ ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল ।
সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল ॥
ভূমিকম্প হইল নড়িল চলাচল ।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল ॥

দেখিয়া পাইল ভয় প্রভু নারায়ণ ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন ॥
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান ॥
অস্ত্র ধনু ত্যগ কর শুন বীববর ।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত ।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি·কেন প্রাণে এত ভীত ॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময় ।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয় ॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে ।
নারায়ণ ডাকিয়া·বলেন সর্ব্বলোকে ॥
পাণ্ডব-সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর ।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুঃশর ॥
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি বলেন ঘনে ঘন ।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন ॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ ।
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেন ॥
তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন বৃকোদরে ।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে ॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল ।
শর ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল ॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে ।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে ॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥
কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব ।
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব ॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর ।
দেখিয়া তাহাতে চিন্তা হইল হরির ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে ধাইল ।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল ॥
ভীমহস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান ॥
ঘোরনাদে গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে ।
নারায়ণ দেখি তাহা চিন্তিলেন চিতে ॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে ।
আচ্ছাদিল ভীমসেনে নিজ কলেবরে ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল ।
কৃষ্ণের পরশে তেজ সব সম্বরিল ॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া ।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥
স্বর্গে দেবগণ সবে করে জয় জয় ।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয় ॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন ।
ধনু এড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন ॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবনপালন ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগততারণ ॥
নমো নমো বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি ।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট-দর্পহারী ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল ।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর ।
আপনার রথেতে গেলেন গদাধর ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন ।
করেন মুষলধারে অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন ।
বাণে কাটি লইলেন শমন সদন ॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম করেন সন্ধান ।
নিমিষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর ।
শরে নিবারিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ ॥
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুই জনে ।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে ॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চ শর সন্ধান পূরিল ।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির ।
মারিল অযুত রথী ভীষ্ম মহাবীর ॥
জয়শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল ।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল ॥

কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভব তরি॥

———

হনুমানের সহিত বিবাদ ও অর্জ্জুনের
শর দ্বারা সাগর-বন্ধন কথন।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দে অতি করিয়া বিনয়॥
করিছেন পিতামহ সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ অস্ত্রে ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম॥
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবারে।
আপনি করিলে রক্ষা আবরিয়া তারে॥
মনে লয় যাহা মম শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি বনে করিব প্রবেশ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর॥
তীর্থ পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকাভুবন॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম গন্ধে মনোহর।
সত্রাজিত নন্দিনীকে দেন দামোদর॥
দেখিয়া রুক্মিণী মনে ক্রোধ যে করিল।
শরীর ত্যজিব মনে হেন বিচারিল॥
এ সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ।
পুষ্পহেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোন্‌খানে।
হরি কহিলেন আছে কদলীর বনে॥
সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ লইলাম আমি।
গেলাম কদলীবনে অতি শীঘ্রগামী॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি পুষ্প মনোহর।
রক্ষক রয়েছে চারি মর্কট বানর॥
পুষ্প তুলিবারে আমি যাইনু যখন।
দেখিয়া তাহারা মোরে করিল বারণ॥
না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে।
দেখিয়া ছুটিয়া তারা গেল চারিজনে॥
গিয়া হনুমাণে সব কহে সমাচার।
শ্রুতমাত্র আসে তথা পবন কুমার॥
আমারে দেখিয়া বলে হ'য়ে ক্রোধ মন।
অন্যায়ী কিরাত চোর শুন রে বচন॥
যাইবে শমন পুরী ইচ্ছা হৈল তোর।
সে কারণে পুষ্প তোল' উদ্যানেতে মোর॥
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ নাহি আসে ডরে।
অধম কিরাত কেন এলে মরিবারে॥
নিত্য নিত্য পূজা আমি করি রঘুবীর।
যাঁহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর॥
আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর।
বনফল খেয়ে ভ্রম বনের ভিতর॥
নাহি জানি কটু কথা বলিস আমারে।
যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে॥
বড় বীর বলি মনে কর রঘুনাথ।
সংসারেতে তাঁর বল আছয়ে বিখ্যাত॥
বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল।
তবে সে কটক ল'য়ে পার হ'য়ে গেল॥
শরেতে আপনি যদি বান্ধিত সাগর।
তবে আমি কহিতাম তাঁরে বীরবর॥
হনু ক্রোধে বলে শুন কিরাত অধম।
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম॥
হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে।
পরশুরামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥
শরেতে সাগর বান্ধা তাঁর চিত্র নহে।
কটকের মহাভার কি প্রকারে সহে॥
সে কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর।
রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥
ইহার উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁই।
পড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই॥
তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুর্দ্ধর।
শরেতে সাগর বান্ধি কর মোরে পার॥
আমার ভারেতে যদি তব বাঁধ রয়।
তবে ত হইবে সখা এ কথা নিশ্চয়॥

যদ্যপি আমার ভারে বাঁধ হয় ভঙ্গ ।
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ ॥
আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর ।
তোমারে কি গণি পার হয় চরাচর ॥
তোমার ভরেতে যদি মম বাঁধ ভাঙ্গে ।
তবে পরাজিত আমি হইব তব আগে ।
সাগর তীরেতে তবে গেনু দুই জন ।
ধনুকে টঙ্কার আমি দিলাম তখন ॥
বৃষ্টি ধারাবৎ অস্ত্র হইল বর্ষণ ।
পদ্ম শঙ্খ আদি বাণ কে করে গণন ॥
নিমেষেতে বান্ধিলাম শতেক যোজন ।
দেখি বাঁধ হনুমান সবিস্ময় মন ॥
জানি যে কিরাত নহে হবে কোন জন ।
কোন দেবতার ক্রোধে পড়িনু এখন ॥
এতেক ভাবিয়া বীর বলে মোরে হাসি ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি ॥
এত বলি উত্তরেতে চলে মহাবীর ।
বাড়াইল উভে লক্ষ যোজন শরীর ॥
লোমে লোমে মহাবীর পর্ব্বত বান্ধিল ।
পর্ব্বত স্কন্ধেতে কত শত তুলি নিল ॥
মহাবেগে আসে বীর কৃতান্ত আকার ।
লুকাইল রবিতেজ হৈল অন্ধকার ॥
নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর ।
হনুমানে হেরি মম কাঁপিল অন্তর ॥
মহাভয় পেয়ে আমি স্মরি মনে মন ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
হনুমান অর্জ্জুনেতে হৈল বিসংবাদ ।
মহাবীর হনুমান পাড়িল প্রমাদ ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে ।
রহে কচ্ছপ রূপে বাঁধের নীচেতে ॥
কোপে হনুমান ডাকি আমাপ্রতি বলে ।
এবে বাঁধ কর রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলে ॥
বিপাকেতে আমি পড়ি সাহস করিলাম ।
নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম ॥
হনুমান ভরে কম্পমানা বসুমতী ।
বান্ধে এক পদ দিল হ'য়ে ক্রুদ্ধ অতি ॥
আর পদ তুলি দেয় যেমন সুধীর ।
কচ্ছপের মুখ হইতে বহিল রুধির ॥
হইল লোহিত বর্ণ সাগরের জল ।
তাহা দেখি সচিন্তিত হৈল মহাবল ॥
পৃথিবী সহিতে মোর ভর নাহি পারে ।
শর বাঁধ কি প্রকারে রহিল সাগরে ॥
কেন বা এ রক্তবর্ণ সাগরের নীর ।
এতেক চিন্তিয়া জ্ঞান দৃষ্টি করে বীর ॥
জানিল ধ্যানেতে প্রভু বাঁধের নীচেতে ।
লাফ দিয়া তটে পড়ে অতি ভীত চিতে ॥
বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি ।
আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি ॥
অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্ব্বর ।
না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর ॥
তবে ত কচ্ছপ রূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি ।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম হন ধনুর্দ্ধারী ॥
হনুমান প্রতি তবে বলেন বচন ।
আমার পরম ভক্ত তোমরা দুজন ॥
দুইজনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ ।
আমারে করহ ক্ষমা অর্জ্জুনের দোষ ॥
কৃতাঞ্জলি বলে হনু করিয়া বিনয় ।
অপরাধ ক্ষম মোর ওহে দয়াময় ॥
শুনি হরি উভয়ের সখ্য করাইয়া ।
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া ॥
আমা চাহি হনুমান বলেন বচন ।
তুমি আমি সখা হইলাম দুইজন ॥
তোমার সহায় আমি সদাই থাকিব ।
সমর-সঙ্কটে তব সাহায্য করিব ॥
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর ।
পুষ্প ল'য়ে আসিলাম দ্বারকা নগর ॥
বড় বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে ।
কেন বৃথা ধর্ম্ম রাজ চিন্তিছ অন্তরে ॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্মনৃপে ।
রজনী বঞ্চেন নানা কথার আলাপে ॥

——

সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সকলে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন।
ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিঃস্বন॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥
মুষল মুদ্গর শেল পরশু তোমর।
ভুষণ্ডী পট্টিশ গদা বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহা কোলাহল।
যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥
মুষল ধারায় যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশি সমরে।
সহস্র সহস্র রথী দিল যমঘরে॥
গদা হাতে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।
দ্রোণীর যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
দেখি অশ্বত্থামা ক্রোধে এড়ে পঞ্চবাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল।
সমরে রুষিল বীর হইয়া প্রবর॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চ বাণ।
দ্রোণীর ধনুক কাটি করে খান খান॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
চোখ চোখ বাণ মারে ভীম মহাবল॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল॥
কোটি কোটি রথী মারি দিল যমালয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখ মতি।
রাজগণে আদেশ করিল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর॥
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে সবার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির॥
এড়িলেন কোপে রাজা এক শত বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
পুনঃ সপ্তবাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে॥
শর নিবারিয়া করে অস্ত্রের প্রহার॥
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার॥
বিরথী হইয়া বীর ভাবে মনে মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ॥
বাণ নিবারিয়া বীর করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন।
রথের উপরে পড়ে হ'য়ে অচেতন॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়।
নিমিষেকে সবাকারে দিল যমালয়॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবন-কুমার।
লক্ষ লক্ষ্য সেনাগণে দিল যমদ্বার॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গ রাজন।
ভাই সব মৃত্যু দেখি মহাশোক মন॥

হস্তী মাটি সহস্র যে রাজার ভিড়নে।
সবার আদেশে রাজা প্রবেশিল রণে ॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর।
সমরেতে বিনাশিলে মম সহোদর ॥
মোর সহ স্থির হ'য়ে করহ সমর।
হস্তীর চাপনে তোমা দিব যমঘর ॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি দিব যমালয় ॥
যে সকল মাতঙ্গের কর অহঙ্কার।
মুদ্গার আঘাতে সব লব যমঘর ॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥
এত বলি গদা ল'য়ে যায় বীরবর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর ॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
উন পঞ্চাশৎ বায়ু গদাতে প্রবেশ ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে।
উড়াইয়া হস্তিগণ ফেলিল বাতাসে ॥
আকাশেতে ঘূর্ণি বায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণিমান হয়।
অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায় ॥
একৈক যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥
পর্ব্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায়।
একঘায়ে কলিঙ্গেরে লয় যমালয় ॥
রথ অশ্ব সহ সব গুঁড়া হ'য়ে গেল।
দেখিয়া কৌরব দলে আতঙ্ক হইল ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একেবারে।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥
দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেক হাতে ॥
বাণ বৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর ॥
দোঁহে দোঁহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
শরেতে জর্জ্জর হৈল উভয় শরীর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন।
শকুনির কাটিলেক হস্ত শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য ভল্ল পঞ্চগোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
অস্ত্রাঘাতে শকুনি হইল অচেতন।
অন্য রথে উঠাইয়া নিল যোদ্ধাগণ ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর ॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে মাটি শর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর ॥
অন্য রথে চড়ি দ্রোণপুত্র বিপ্রবর।
মারিলেন আর্জ্জুনিকে সহস্রেক শর ॥
অর্দ্ধপথে কাটিলেন অভিমন্যু বীর।
সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥
হেনমতে দুইজনে বরিষয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুণ দুই মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয়।
সমান বিক্রম নাহি কারো পরাজয় ॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষয়ে শর ॥
বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন।
করিলা অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥
অস্ত্রে কাটি অর্জ্জুন করিল নিবারণ।
পুনঃ দিব্য দশবাণ করনে ক্ষেপণ ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার।
শরাঘাতে ভীষ্মবীর ব্যথিত অপার ॥

তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম লয় ধনু।
আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু ॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত পড়ে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে ॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেন ধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
লক্ষ লক্ষ শরাঘাতে মারে সেনাগণ।
হয় গজ রথী পড়ে কে করে গণন ॥
বহিল শোণিত নদী ঘোরতর স্রোতে।
রথ অশ্ব গজপতি ভাসি বুলে তাতে ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
সেই বাণে কাটিলেন গাণ্ডীবের গুণ ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়।
রথী দশ সহস্র মারিল মহাশয় ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সপ্তদিন হইল সমর ॥

---

কৃষ্ণার্জ্জুনের ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর ॥
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়া।
সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হৈয়া ॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে ॥
নিঃক্ষত্র পৃথিবীকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয় ॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে ॥
সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন।
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ তোমার যে ঘুষিবেক সবে ॥

রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির ॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী-নন্দন।
কোন’ চিন্তা নাহি তব শুনদুর্য্যোধন ॥
কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব এই শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে ॥
কৃষ্ণের কারণ বাঁচে ভাই পঞ্চজন।
নহিলে কি শক্তি তার সহে মম রণ ॥
কালি পাণ্ডুপুত্রেরে মারিব এই শরে।
তবে সে যাইব আমি আপনার ঘরে ॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ হইল।
দিব্য রত্নগৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল ॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ ॥
সুভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকী-তনয় ॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি ॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ তুমি কি বলিব আর ॥
দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির ॥
পাণ্ডব বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল ॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয় ॥
সবান্ধবে কালি সবে হইবে নিধন।
কি উপায় ইহার হইবে নারায়ণ ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করিহ
ধনঞ্জয় বীরেরে আমার সঙ্গে দেহ ॥

ছল করি ভীষ্মস্থানে আনি পঞ্চবাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইয়া বিস্ময়।
ছল করি কিরূপে আনিবা মহাশয় ॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যবনে যখন আছিলা পঞ্চজন ॥
দুর্ম্মুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার ॥
দেখাইতে ঐশ্বর্য্য করিল আগমন।
সর্ব্ব সৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ ॥
করিতে প্রভাসে স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা ॥
তোমার অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল ॥
শুনি ক্রোধে আইল গন্ধর্ব্ব বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর ॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
দুগণ সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল ॥
রমণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলা মোচন ॥
তুষ্ট হ'য়ে পার্থেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে চাহি লহ যাহা তব মন ॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব ॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুই জন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন ॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে ॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা ॥
শুনিয়া চলিল পার্থ অতি শীঘ্রতর।
গিয়া দ্বারী জানাইল নৃপতি গোচর ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল ॥
জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার ॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল ॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদন ॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এত রাত্রে কি জন্য হেথায় আগমন ॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর ॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে ॥
হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনু-কুমার।
কি হেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আমার ॥
শিব সনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলা তুমি পাণ্ডব-সারথি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দেবকী-নন্দন।
অস্ত্র ল'য়ে দুইজন করেন গমন ॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃতদেহে যেন আসি প্রাণ সঞ্চারিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখমন।
প্রভাতে করিল বীর বাহিনী সাজন ॥

হরিষেতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে ।
তুরী ভেরী দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে ॥
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আইল ।
সৈন্যগণ-কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে ।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি ।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন ।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হ'তে দ্বিগুণ ॥
দুই শঙ্খনিনাদে হইল মহারোল ।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন ।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম ॥
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট নিলে তুমি ।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি ॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার ।
ব্রহ্ম হর অগোচর কিবা অন্য আর ॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চ শর ।
বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর ॥
আজি মম প্রতিজ্ঞা শুনহ ধনঞ্জয় ।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি যদি নাহি করি ।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ ।
কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন ॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি ।
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন ।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥
অনন্তর ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল ।
গগন ছাইয়া বাণে অন্ধকার কৈল ॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান ॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
শীঘ্র হস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ ॥
দোঁহে দোঁহোপরে অস্ত্র করয়ে প্রহার ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে সংহার ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে বাধে ঘোরতর রণ ।
চমৎকৃত হ'য়ে তাহা দেখে সর্ব্বজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেরে মারিল মহা-শর ।
দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর ॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিল সন্ধান ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে মারিলেন আর দশ বাণ ॥
হাহাকার করে লোক দেখি মহাবাণ ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শর হানি করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু পাইলেন লাজ ।
শক্তি ফেলি মারিলেন হৃদয়ের মাঝ ॥
মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান ।
দ্রোণের সে মহাশক্তি করিল দুখান ॥
মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনুক কাটিল বীরবর ॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে ।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য-মাথে ।
নিম্ন হ'য়ে এড়াইল দ্রোণ মহাবলী ।
দুর্য্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী ॥
তবে দ্রোণ দশ বাণে পূরিয়া সন্ধান ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-রথধ্বজ করে দুই খান ॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ নিয়া যান ।
সারথির মাথা কাটি কৃতান্তে পাঠান ॥
খড়্গের প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল ।
চোখ চোখ শর দ্রোণ আচার্য্য মারিল ॥
পঞ্চ শরে খড়্গ কাটি আচ্ছন্ন করিল ।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর ।
অভিমন্যু-রথে গিয়া উঠিল সত্বর ॥
ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা ।
চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্ব্বজনা ॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতর ।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥

মহাকোপ উপজিল বৃকোদর বীরে।
করিল প্রহার গদা রাজার উপরে॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত॥
পুনর্ব্বার করিলেন অস্ত্র বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবন-নন্দন॥
দুইজনে নানা অস্ত্র করেন প্রহার;
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন কাটিয়া করিল দুই খান॥
আর ধনু লইলেন রাজা বীরবর।
সে ধনুক কাটিলেন বীর বৃকোদর॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লন।
কাটিয়া পাড়েন তাহা পবননন্দন॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ
ভীম প্রতি করিলেন বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারিয়া তাহা বীর বৃকোদর।
নিজ শরে সর্ব্ব বীরে করিল জর্জ্জর॥
কাহার' কাটিল ধ্বজ কাহার' সারথি।
কার' মাথা কাটিলেন ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
মহাক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর।
সহস্র সহস্র সেনা দিল যমঘর॥

---

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আইল ঝটিতি॥
দিব্য অস্ত্র এড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুই খান।
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লৈয়া।
কৃপাচার্য্যে ঢাকিলেন শরশ্রেণী দিয়া॥
বাণে নিবারিয়া তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ মারিলেন শর॥
দোঁহে বাণ বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
উভয়ের অস্ত্র দোঁহে করিল দ্বিখণ্ড॥

সাত্যকি সহিতে হয় ভূরিশ্রবা রণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্ম্মা রাজন॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে আইল।
উভয়ের পরাক্রম রণে প্রকাশিল।
অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন।
গগন ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নরপতি॥
নকুল সহিতে হয় দুঃশাসন রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারেন কখন॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পাইয়া শকুনি পলাইল॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বরিষণ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ ঘোর দরশন।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণ॥
দুই বীর অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিবারণ করে দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শরে পূরিল সন্ধান
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কটেন সত্বর॥
অন্য গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়;
সহস্রেক বাণ একেবারে বরিষয়॥
গগন ছাইয়া হৈল বাণের সঞ্চার।
রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হৈল অন্ধকার॥
নিবারিতে না পারিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শরাঘাতে হইলেন তিনি জর জর॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপ মন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করেন ঘাতন॥
পুনর্ব্বার দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥

আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি ॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর ॥
লক্ষ শর আরো মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনাপতি যায় যমঘর ॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির ॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের শরেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥
তবে পার্থ মাহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া ॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব-সৈন্য শমনের গ্রাসে ॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
নাহি দিক বিদিক মিহিরের প্রকাশ।
শূন্যমার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান হইল আঁধার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সমর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে সৈন্যগণ ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকী-নন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধারিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মনে।
চোখ চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে ঘনে ॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মকে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত্য বসুমতী ॥
চমৎকৃত হ'য়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আইসে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
শীঘ্র আসি কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব-সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সংগ্রামে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥
এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদাম বিপ্র দারিদ্র ভঞ্জন ॥
ধ্রুবকে অভয় পদ দিলা চক্রধারী।
প্রহ্লাদে রক্ষিলা হিরণ্যকশিপু সংহারি ॥
নমস্তে বামনমূর্ত্তি নমো জনার্দ্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ বিনাশন ॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলা সমরে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মন লোমাঞ্চ শরীর ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥
দশ পদ অন্তরে ধরেন দুই হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন নাথ ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে।
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয় ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্ষান্ত হ'য়ে চড়িলেন রথের উপর।
অনন্তর ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥

সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার।
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
এড়েন মাহেন্দ্রবাণ মহেন্দ্র সমান।
লক্ষ লক্ষ রথী করিলেন খান খান।
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন।
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

---

নবম দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি॥
পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হবেন ক্ষয় ভাবেন তা মনে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বীরবর।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর॥
হেন বীর সহ যুঝিবেক কোনজন।
এত বলি চিন্তাকুল ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে।
আমার বচন শুন না চিন্ত অন্তরে॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্ব্বদা করেন ভক্ত কল্যাণ বিহিত॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহ মূর্ত্তি করেন ধারণ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে কারণে তাঁহারে দিলেন যমঘর॥
বলিরে ছলনা করি দিলেন পাতালে।
আধিপত্য স্বর্গের দিলেন স্বর্গপালে॥
বিভীষণ রাজা হয় যাঁহার মহিমা।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তার সীমা॥
হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি॥

অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয়।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয়॥
এত শুনি পাণ্ডবের প্রবোধ জন্মিল।
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল॥
প্রভাতে উভয় সেনা করিল সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর।
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তীগণ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন॥
নদীফেন সম ভাসে শ্বেত ছত্রগণ।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম॥
শৈবাল সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শুশুক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে॥
গ্রাহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্তপদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিকে॥
শোণিতের নদী বহে বেগে ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর॥
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুণ্ডা।
দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তারবদনা।
নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোল রসনা॥
গজমুণ্ড ল'য়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়া নাচে হাসে খল খল॥
নরমুণ্ডমালা কেহ গাঁথি পরে গলে।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে॥
হাতেতে খর্পর করি করে রক্তপান।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে ধায়।
শকুনি গৃধিনী কত উড়িয়া বেড়ায়॥

ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥
পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে॥
যত যোদ্ধাগণ সবে করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
তোমর ভুষণ্ডী শেল মুষল মুদ্গর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
মারিল নিমেষমাত্রে অস্ত্রের আঘাতে॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
শরাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা ল'য়ে ধায়।
মারিলেন ভীমের সারথি এক ঘায়॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ চোখ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান।
অঙ্গের কবচ কাটিলেন তনুত্রাণ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতি বেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥
নিবারিল সর্ব্ব অস্ত্র পবন-নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
তাহা দেখি রুষিল আচার্য্য মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে॥
মহাক্রোধ করিলেন বীর বৃকোদর।
গদা ল'য়ে ধায় বীর নির্ভয় শরীর॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বীর পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ॥
গদা ফিরাইয়া বীর করিল বারণ।
দ্রোণাচার্য্য-রথে গদা করিল ঘাতন॥
রথ অশ্ব সারথি হইল সব চূর।
ভূমিতলে পড়িলেন দ্রোণ মহাশূর॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায়॥
চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান খান॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল॥
মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় অতি বেগে।
মুকটির ঘায় মারে যারে পায় আগে॥
পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চূর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহুদূর॥
রথে রথ প্রহারয়ে গজে গজ মারে।
চরণে মর্দ্দিয়া পদাতিকেরে সংহারে॥
এইমত মারামারি করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি নিল যমঘর॥
পুনঃ আর রথে গুরু করি আরোহণ।
করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ॥
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল আচার্য্য উপর॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন জলধর॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুন-নন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥

ভীষ্মের শরশয্যা। ]

[ পৃষ্ঠা—৫৮৯

গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-নন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিল সক্রোধ হৃদয় ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চ বাণ।
অভিমন্যু বীরের যে কাটিল ধনুখান ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে ॥
কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি ॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল ॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রে উত্তরিল।
অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল ॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল ॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
অস্ত্র বৃষ্টি করে বহু রণে হ'য়ে স্থির ॥
দ্রোণীর সমস্ত অস্ত্র কাটে মহাবীর।
পিতৃ সম পরাক্রম সমরে সুধীর ॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন কুমার ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে ॥
এইমত যুঝিল যতেক যোদ্ধাগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা ॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম করিল সুরাসুর।
দোঁহাকার শরাঘাতে কাঁপে তিনপুর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান ॥
শত অস্ত্র এড়িলেন গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন ছারখার।
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ ॥

তবে পার্থ দশ বাণে পূরিল সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের করিল খান খান ॥
দুই বাণে কাটিয়া পাড়েন রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথি করেন নিধন।
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥
নাহি দেখি দিবাকরে রজনী প্রকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
দেখি ইন্দ্র-অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সর্ব্ব অস্ত্রগণ ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্রে সন্ধান পূরিল।
দশবাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল ॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব-তনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্র লইল যমঘর ॥
জয়শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল।
রথ ত্যজি শিবিরে চলিলা মহীপাল ॥
কৌরব-পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন ॥

---

### দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিয়া সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গর্জ্জন ॥
যুধিষ্ঠির দুই পার্শ্বে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥
তার পাছে সাত্যকি সহিত চেকিতান।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান ॥
দক্ষিণেতে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টকেতু বিরাট দ্রুপদ মহাশয় ॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্মবীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥

তার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর।
মভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর ॥
ক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কম্বোজ ঈশ্বর ॥
য়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতিমণ্ডল ॥
পরস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন ॥
পরে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি ॥
শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর ॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে, বিনা মেঘে বর্ষে পানী ॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজের উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর ॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা আপনে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাঁহা দরশন ॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
নবঘনশ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব ॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল ॥
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে ॥
সাবধানে আপনি ধরহ অশ্ব ডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারী ॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক শর একেবারে প্রহারিল ॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ।
ছাড়িল বিংশতি শর লক্ষ্যে হনুমান ॥
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধে তাহে জর্জ্জর করিল ॥
আর একাদশ বাণ সৈন্যোপরে মারে।
হয় গজ রথ সব অনেক সংহারে ॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক শর ফেলিল কাটিয়া ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন।
রোধিলেন শূন্যপথ এড়ি অস্ত্রগণ ॥
জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ ॥
ভীমসেন মারিলেন অনেক যোদ্ধাগণ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন ॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥
দেখি মহা ক্রোধভরে পবননন্দন।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল তখন ॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর ॥
মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর।
অজ্ঞান হইল, অঙ্গে বহিল রুধির ॥
আর বহু বীরগণে সংহারিয়া রণে।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীম অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর ॥
তাহা দেখি আগু হৈল অর্জ্জুন-নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
পার্থ দত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর ॥
দুই বাণে চারি অশ্ব দিল যমঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর ॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুন-নন্দন।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে যত কুরুগণ ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিলা রণ ॥

মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল দুইজনে।
কার' পরাজয় নাহি হয় সেই রণে ॥
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ॥
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরব দলে মহা হাহাকার ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন।
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত ॥
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে।
শত শত সেনা মারি দিল যমপাশে ॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড।
যত রাজগণ বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড ॥
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণ নাহি চাহে পথ ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হৈল বিকল ॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিল কুরুপতি ॥
সিংহনাদ ছাড়য়ে পাণ্ডব-সৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণে করয়ে নিধন ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি ভীষ্মে নিবেদিল কুরুবীর ॥
দেখি ভীষ্ম রাজারে আশ্বাসে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর ॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহ ভয় ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহা ক্রোধমন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বিন্ধিল সহস্র বাণ বীর ধনঞ্জয়ে।
দশবাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সৈন্য সব সমরে সংহারে ॥

কালান্তক যম প্রায় ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে হয়।
মাথা কটি কাহার' লইল যমালয় ॥
কখন সন্ধান করি, এড়ে তীক্ষ্ণবাণ।
কুম্ভকার চক্র হেন ফিরে ঘূর্ণমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল
পাণ্ডব-সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আকাশ ছাইয়া শর করে বরিষণ ॥
নাহি দিক্ বিদিক্ না হয় সুপ্রকাশ।
দশদিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন রণে।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে ॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চশর করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম-বক্ষোদেশে করিলেন নিপাতন ॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর ॥
কালন্তক সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সৈন্যগণে নাশিল সত্বর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে ॥
অর্জ্জুন-বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ ॥
অশ্বত্থমা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে ॥
যুগান্তর সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমনি ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময় ॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ ॥
ভীষ্মের শরীর বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটি কোটি সেনারে পাঠায় যমঘর ॥
ব্যাঘ্র দেখি যেমন পলায় মৃগগণ।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ ॥
অর্জ্জুনের শরজালে ভঙ্গ সব সৈন্য।
জ্বলন্ত অনলে যেন দাহিল অরণ্য ॥

গরুড়ে দেখিয়া যথা ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন ॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয় ॥
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে উখাড়িয়া পড়ে গুণ ॥
সন্ধান পূরিতে হস্ত হৈতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর ॥
দুর্য্যোধন বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে ॥
গগনমণ্ডল হৈতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্ম বৃষ্টি হয় রাশি রাশি ॥
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর ॥
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল ॥
সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনে ঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
যথাশক্তি-ভীষ্মের সমরে কর হিত ॥
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর ॥
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথী যত ॥
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল।
শিবাগণ যেইমত কেশরী ঘেরিল ॥
বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে।
হয় হস্তী আসোয়ার সঘনে সংহারে ॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর ॥
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেকে সবারে বিন্ধে চোখ চোখ শর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র-সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব ॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল ॥

ক্ষণেকে চেতন পেয়ে দশ বীরবর।
চারিদিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর ॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে সমরে ধাইল ॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে ॥
পাণ্ডব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন ॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয় ॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনে বলিল ভীষ্ম ডাকি ॥
মহাপরাক্রমে আজি করিলা সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে ॥
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে ॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম ॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল।
গগন আবরি শর বর্ষণ করিল ॥
মারিল সহস্র বাণ অর্জ্জুন উপর।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল জর্জ্জর ॥
আশী বাণে বিন্ধিলেন কৃষ্ণ-কলেবর।
ষাটি শর মারে তবে ভীমের উপর।
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর ॥
কোটি যোদ্ধা মারিয়া দিলেন যমঘর ॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥

প্রাণপণে অর্জ্জুন এড়েন অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ॥
জল স্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম।
বজ্রের সমান অস্ত্র মারিল বিষম ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥
কাহার' কাটয়ে রথ কার' ধনুর্গুণ।
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে তূণ ॥
মধ্যদেশ কাহার' যে ফেলাইল কাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী ॥
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুজ্ঝটীতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণে পথ রোধ রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ, নাহি চলে অশ্বগণ ॥
মহাক্রোধে যত বাণ মারেন অর্জ্জুন।
বাণ কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন ॥
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে বাণ যেমন উলকা ॥
দেখি সবিস্ময় তাহে অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥
কৌরবের যোদ্ধাগণ হর্ষিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
মনে মনে বিচার করেন যদুপতি ॥
ত্রিভুবন মধ্যে কেহ হেন নাহি বীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন জন হয় স্থির ॥
নাহিক মরণ, নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে।
হেনজনে কোন বীর জিনিবে সমরে ॥
নিজ-মৃত্যু উপায় কহিল মহাশয়।
এই কালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয় ॥
এত ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধ মনোহর ॥
আকাশে অমরগণ আইল সকল।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহা কোলাহল ॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেনকালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বৈসে সুরলোকে।
সপ্তবসু সহ সবে আইল কৌতুকে।
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশেতে ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজন ॥
ঋষিগণ মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল।
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনু-তনয় তাহা সকল শুনিল ॥
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয়কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল ॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখি মার অস্ত্রগণ ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকী-তনয়।
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর ॥
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে ॥
অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্ম হেঁটমুণ্ড হৈয়া।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়া ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব ঈশ্বর।
আমারে মারিলা করি কপট সমর ॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয়-অন্তক তুমি বিদিত সংসার ॥

শুনিয়াছি পরশুরামের সহ রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন ॥
তোমার প্রতাপ সর্ব্ব জগতে বিদিত।
সে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥
পাণ্ডব-সাহায্য হেতু করি মহারণ।
সমরে মারিব তোমা দেখুক সর্ব্বজন ॥
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল ॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমাকে উপেক্ষি ॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল ॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোন'কালে ॥
শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ব্বাণ।
মারিলেন ভীষ্মোপরি পূরিয়া সন্ধান ॥
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তাকে বহু বুঝাইয়া ॥
শিখণ্ডী এড়েন বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয় ॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন গজেন্দ্রের মন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেক ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু ॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নি সম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে ॥
গঙ্গার নন্দন বিচারিল মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বাণ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ॥
এত চিন্তি হরির চরণ ধ্যান করি।
উচ্চরব করিলেন শ্রীহরি শ্রীহরি ॥
বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনে ঘন।
শিশির কালেতে যেন কম্পয়ে গোধন ॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অঙ্গে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥
বাণাঘাতে মহাবীর হ'য়ে হীনবল।
রথের উপর হৈতে পড়ে ভূমিতল ॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর ॥
দেখিয়া কৌরবগণ হাহাকার ক'রে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবারে ॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হ'য়ে।
রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়ে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
রণ ত্যজি ধায় সবে শোকাকুল মন ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ, পার্থ সহ কর রণ ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলা।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলা ॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুর কম্প হয় ॥
বড় সাধ আমার আছিল মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া পাব সব রাজ্যধন ॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল ॥
তোমার পৌরষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে ॥
হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব-সমাজ ॥
রথ হৈতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥

শরশয্যায় যেখানে আছে ভীষ্মবীর।
প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর ॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হইনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক নাহি জানি তোমার কারণে ॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ দেবে মারিলাম শরে ॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল ॥
মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন।
তত দিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি ॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিও তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ ॥
নিরখিয়া কৃষ্ণ মুখ হরিষ অন্তর।
চাহি দুর্য্যোধনে রাজা বলেন উত্তর ॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটী পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর ॥
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান।
মাথা যেন নাহি লুটে দেহ উপাধান ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন হেতু নরবর ॥
ক্ষত্র হ'য়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর নিয়া ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল ॥
আনন্দিত হৈয়া মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হৈয়া।
আনিল শীতল বারি ভৃঙ্গারে পূরিয়া ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারে পৃথ্বিতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া ॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জলপান করে মহা আনন্দেতে ॥
জল পান করি ভীষ্ম হ'য়ে তৃপ্তমন।
দুর্য্যোধন চাহি পুনঃ বলেন বচন ॥
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥
দুর্য্যোধনে বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরবেরা মিলি সবে শিবিরে চলিল ॥

ইতি ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।